যুগান্তর

তারিখ ... NOV. 14 2006 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ২ ...

বাকৃবিতে ৫ বছরে অসংখ্য ভাংচুরের ঘটনায় ক্ষতি কোটি কোটি টাকা

বাকৃবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গত ৫ বছরে অন্তত অর্ধশতাধিক ভাংচুরের শিকার হয়। প্রতিষ্ঠানটির ক্ষয়ক্ষতি হয় কোটি কোটি টাকা। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভুল সিদ্ধান্ত, দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও অদূরদর্শী পরিকল্পনার কারণে এসব ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। বাকি কাজটি করেছে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল। এ কোন্দলের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিশাল অংকের।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫ বছরের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ভাংচুরের ঘটনা ঘটে ২০০২ সালের ১৫ জানুয়ারি। ২০০২ সালের ১৪ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করার নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়। সরকারি সংবাদ সংস্থা বাসস ও বিটিভিতে প্রচার হওয়ার পর থেকে ছাত্রছাত্রীরা পথে নেমে আসে। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৫ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, সব অনুষদীয় ভবন, সরকারি বিভিন্ন সংস্থার স্থাপনা, আবাসিক হল, সাংবাদিক সমিতিসহ ক্যাম্পাস জুড়েই ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সরকার অবস্থা বেগতিক দেখে ১৫ জানুয়ারি বিকালে ওই সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলে। সরাসরি মিথ্যাচার করে বিটিভি ও বাসসে সংবাদ প্রচার করে বলা হয়, ১৪ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। জনগণকে বিভ্রান্ত করতে কোন স্বার্থান্বেষী মহল আইনশৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ঘোষণার পর ছাত্রছাত্রীরা নিবৃত্ত হয়। তবে ইতিমধ্যে ভাংচুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৫ কোটি টাকা বলে জানা যায়। সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে পুলিশের গুলিতে আহত হয় শতাধিক ছাত্র-শিক্ষক।

২০০১ সালের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে সনাতন পদ্ধতি বাদ দিয়ে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হয়। পদ্ধতিটি যুগোপযোগী হলেও চালু করা হয় পুরোপুরি অপরিকল্পিত অবস্থায়। আর এ কারণে বিভিন্ন সময় ছাত্রছাত্রীদের পথে নামতে হয়েছে। প্রশাসন প্রাথমিক অবস্থায় শিক্ষার্থীদের দাবি বিবেচনা না করলেও ভাংচুরের পর ঠিকই মেনে নেয়। শুধু এ সেমিস্টার পদ্ধতির সংশোধন নিয়ে ২০ বারের মতো ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এতে প্রশাসনিক ভবন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ও ল্যাব, অনুষদীয় ভবন, সাংবাদিক সমিতিসহ বেশ কিছু স্থাপনা ভাংচুরের শিকার হয়। আন্দোলনকারীদের ঠেকাতে ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে ছাত্রদল ক্যাডার ও পুলিশ যৌথভাবে আক্রমণ করে। এতে আহত হয় অর্ধশত শিক্ষার্থী। ১১ জনকে কারাবরণ করতে হয়। সংস্কার আর পরিমার্জনের ফাঁদে অর্ধশত ছাত্রের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।